মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জুলাই ২০১৮

প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ ১ অগাস্ট ২০১৮

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের জন্য সচেষ্ট থাকে।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রচন্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের মে মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই রিপোর্টে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি -জুলাই ২০১৮ ..... ৪

নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দুর্বৃত্তায়ন ৫

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ১০

নিবর্তনমূলক আইন ১৫

মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ১৬

রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়ন ১৮

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১৯

গুম ২০

কারাগার পরিস্থিতি ২১

গণপিটুনি ২২

'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার ২২

দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ২৩

শ্রমিকদের অধিকার ২৩

ভারত সরকারের আগ্রাসন ২৪

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ২৬

নারীর প্রতি সহিংসতা ২৬

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ২৭

সুপারিশ ২৮

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি -জুলাই ২০১৮

১-৩১ জুলাই ২০১৮*									
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১৮	৬	১৭	২৮	১৪৯	৫০	৬৭	৩৩৫
	গুলিতে নিহত	১	১	০	০	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	১	২	০	০	৪
	মোট	১৯	৭	১৮	২৯	১৫১	৫০	৬৭	৩৪১
গুম		৬	১	৫	২	১	২	৩	২০
কারাগারে মৃত্যু		৬	৫	৯	৭	৮	৫	৭	৪৭
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	১	০	০	০	০	১	৪
	বাংলাদেশী আহত	৩	৫	১	২	০	১	০	১২
	বাংলাদেশী অপহৃত	২	০	০	৩	৪	০	০	৯
	মোট	৭	৬	১	৫	৪	১	১	২৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	১২	৬	১	২	৩	১	৩	২৮
	লাঞ্ছিত	১	৩	৩	০	০	০	০	৭
	হুমকির সম্মুখীন	২	১	৩	০	১	১	০	৮
	মোট	১৫	১০	৭	২	৪	২	৩	৪৩
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৯	৫	৯	১১	১৩	২	৩	৫২
	আহত	৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	১৫৩	২১৬	২৪৭২
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		১২	১৬	১৫	২১	১২	৬	১০	৯২
ধর্ষণ		৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৫৮	৪৮	৫২	৪১৮
যৌন হয়রানীর শিকার		১৫	১৪	২৫	২৪	১৯	৬	১১	১১৪
এসিড সহিংসতা		২	১	৩	৪	২	০	৫	১৭
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৫	৬	৮	২	৫	২	৪	৩২
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প নিহত	০	০	১	০	১	০	০	২
	তৈরি পোশাক শিল্প আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	২৭	১০	১৩২
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক নিহত	৯	১১	৭	৮	১৮	৭	৪	৬৪
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক আহত	৮	৪	০	৩	৪	৩	৯	৩১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **		২	১	০	০	৩	০	২	৮

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

১. এই প্রতিবেদনে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রধান উপাদান নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে। এই বিতর্কিত নির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ফলে জবাবদিহিতাবিহীন সরকার বেপরোয়াভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে দেশে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ২০১৮ এর ডিসেম্বরে ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীনদল বছরের শুরু থেকেই বিরোধীদল[২] ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর চরম দমন-নিপীড়ন শুরু করে, যা জুলাই মাসে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময় বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশের অধিকার খর্ব করা হয়। বিভিন্ন অজুহাতে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার[৩] আন্দোলনের নেতাকর্মীদের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা আক্রমণ করেছে। এই সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতাকর্মীদের পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে, নারী শিক্ষার্থীদের ওপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে এবং তাঁদের ধর্ষণ করার হুমকি দিয়েছে। এছাড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হুমকি দেয় এবং লাঞ্ছিত করে। আইপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে এবং সরকার সমর্থিত চিকিৎসকরা চিকিৎসাগ্রহনরত আহত শিক্ষার্থীদের সরকারি হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়।

নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দুর্বৃত্তায়ন

২. ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মূল দায়িত্ব কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু রকিব উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন আগের নির্বাচন কমিশনের মতই বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনেও অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জাল ভোট দেয়া, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এসেছে। ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ভূমিকা রাখার বিভিন্ন তথ্য পত্র-পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হলেও এইসব মারাত্মক ঘটনা এবং অভিযোগগুলোর ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতাসীনদলের প্রতি তাদের মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্যের ফলে নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের ইতিমধ্যেই জনগনের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে এই প্রতিকুল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন চেষ্টা না করে অনিয়মকে ন্যায্যতা দেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনারদের বিভিন্ন ব্যাখা দিতে দেখা গেছে। গত ১

[১] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[২] বিরোধী দল বলতে বর্তমান এই অনির্বাচিত সংসদের বাইরের দলগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

[৩] ২০১৮ সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থরিা সরকারী চাকরিতে ৫৬% কোটা ১০% করার দাবীতে আন্দোলন করে আসছিল।

জুলাই নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের চেয়ে 'আইনানুগ নির্বাচনের' প্রতি বর্তমান নির্বাচন কমিশন বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। নির্বাচন আইনানুগ হলেই সেটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে'।[৪] বর্তমানে সরকারের চরম দমন-নীতির কারণে বিরোধীদল কোন সভা-সমাবেশ করতে না পারলেও সরকারিদল বিনা বাধায় সরকারি খরচে সভা-সমাবেশ করে তাদের প্রতীকে ভোট চাচ্ছে। এতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত তাই প্রমাণ করে। কিন্তু একাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে কোন ধরনের নির্বাচনী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বর্তমান নির্বাচন কমিশন। অথচ দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কমিশনের প্রতি নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের।[৫]

৩. গত ২৫ জুলাই অনুষ্ঠিত কক্সবাজার পৌরসভার নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র দখলের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়লাভ করলেও নির্বাচন কমিশন বরাবরের মতো তা প্রতিরোধে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই নির্বাচনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে বহিরাগত ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রগুলো দখল করে নৌকায় ভোট দেয় এবং সাধারণ ভোটারদের প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টায় এবিসি ঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে অন্যসব প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থকরা ভোটকেন্দ্র দখল করে নৌকায় ভোট দেয়।[৬]

৪. ২০১৪ সালের ভোটারবিহীন প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রায় সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সব ধরনের অন্যায় এবং অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে এবং ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছিল না বলে বিরোধীদলীয় সব প্রার্থী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা[৭] অভিযোগ করেন। এই সময় রাষ্ট্রীয় সুবিধাভোগী অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তালিকায় থাকা সংসদ সদস্য ও মেয়ররা নির্বাচন আচরণবিধি অমান্য করে সরকারি দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে।[৮] এছাড়া নির্বাচনের আগে এই তিনটি সিটিতে পুলিশ বিএনপি'র নেতাকর্মীদের গণহারে গ্রেফতার, হুমকি এবং বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েছে। রাজশাহী সিটির বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বিএনপি'র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়[৯] এবং বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ করে পুলিশ। এই সময় যাদের বাড়িতে পাওয়া যায় নাই তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।[১০] সিলেটের

---

[৪] নির্বাচন আইনানুগ হলেই গ্রহণযোগ্য : নির্বাচন কমিশনার রফিকুল/ নয়াদিগন্ত ২ জুলাই ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/city/329561/

[৫] দুই মেয়াদে নির্বাচন প্রসঙ্গ আছে ১৬তম সংশোধনীর রায়েও/ মানবজমিন, ২৩ মে ২০১৮/ http://mzamin.com/article.php?mzamin=118523 এবং http://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/1082040_C.A.6of17.pdf

[৬] বেশির ভাগ ভোটার মেয়র পদে ভোট দিতে পারেননি; নজিরবিহীন কারচুপি ও প্রকাশ্যে ভোট/ নয়াদিগন্ত ২৬ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/336139/

[৭] ২৫ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলন করে সুশাসনের জন্য নাগরিকের নেতৃবৃন্দ তিন সিটিতে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে জানান

[৮] প্রচারণায় আচরণবিধি লঙ্ঘন তিন সিটিতেই/ প্রথম আলো ২০ জুলাই ২০১৮/ http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1536506/

[৯] রাজশাহী সিটি নির্বাচন; বিএনপিতে আতঙ্ক ধরপাকড় নিয়ে/ প্রথম আলো ২২ জুলাই ২০১৮

[১০] রাজশাহীতে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের বাড়ি গিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ করেছে পুলিশ/ নয়াদিগন্ত ৩০ জুলাই ২০১৮/ অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সাতটি মহল্লায় শতাধিক বিএনপির নেতাকর্মীদের বাসায় সাদাপোশাকে পুলিশ অভিযান চালায়[১১] এবং বিএনপির প্রার্থীর প্রচার সেলের প্রধান জুরেজ আবদুল্লাহ গুলজারকে[১২] ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করে পুলিশ।[১৩] বরিশালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিএনপির প্রচার প্রচারনায় বাধা দিয়েছে[১৪] এবং ২৮ জুলাই পর্যন্ত ৩৫ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৫] এতো ব্যাপক অভিযোগের পরও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন বরাবরের মতো ছিল নির্বিকার । যারফলে সরকারের এই সমস্ত অপকর্মের সহযোগী হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এরপর ৩০ জুলাই নির্বাচনের দিন বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনে জাল ভোট প্রদান, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে সেই নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরিশালে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে বিএনপিসহ পাঁচটি রাজনৈতিক দলের মেয়র প্রার্থীরা নির্বাচন বর্জন করেন।[১৬] উদাহরণস্বরূপ- বরিশালে সকাল ৮ টার পর থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলো সরকার সমর্থকরা দখল করে নেয় এই সময় তারা অনেক ভোটারের স্লিপ ও ন্যাশনাল আইডি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং নৌকা প্রতীকে সিল মারে। এই ধরনের অনেক ঘটনাগুলোর মধ্যে সকাল আনুমানিক ১০ টায় বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে বরিশাল আইনজীবি সমিতির সভাপতি এডভোকেট ওবায়দুল্লাহ ও মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নিজামুল ইসলাম নিজামসহ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা প্রবেশ করে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে সিল মারতে থাকে এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে বলে ভোট হবে শুধু কাউন্সিলার ও মহিলা সংরক্ষিত আসনে এটাই উপরের নির্দেশ। সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় সদর গার্লস কেন্দ্রে ভোট কারচুপির প্রতিবাদ করায় বাসদের মেয়র প্রার্থী মনীষা চক্রবর্তীকে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা।[১৭]

৫. রাজশাহীর ভোটকেন্দ্রগুলোও ছিল সরকার সমর্থকদের দখলে। সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বিনোদপুর ইসলামিয়া কেন্দ্র ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দখল করে নৌকা প্রতীকে সিল মারে। এই সময় সেখানে নয়াদিগন্তের প্রতিনিধি শামসুল ইসলাম উপস্থিত হলে তাঁকে লাঞ্ছিত করে আওয়ামী লীগ নেতা সাদ্দাম হোসেন।[১৮] বিনোদপুর ইসলামিয়া কলেজ কেন্দ্রে দুপুর আনুমানিক ২টায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা আবুল কালাম, কেরামিন, রেজাউল, দুলাল, মুন্নাফ ও বেলালসহ প্রায় ৩০ জন ভোটার ভোট দিতে না পারার অভিযোগ করেন। আবুল কালাম অভিযোগ করে বলেন, সে সকাল ১০টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও ভোট দিতে পারেনি। ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরা বলছে ব্যালট পেপার শেষ হয়ে গেছে। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মথুরাডাঙ্গার আটকোষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে 'না পারার' অভিযোগ এনে বিকেল ৪ টায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একদল

---

[১১] সিলেট সিটি নির্বাচন; আবার সড়কে অবস্থান আরিফুল হকের/ প্রথম আলো ২২ জুলাই ২০১৮

[১২] আরিফের প্রচার সেলের প্রধান গ্রেফতার/ যুগান্তর ২৫ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/city/73784/

[১৩] আরিফের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সচিব গ্রেপ্তার; সিলেটে এজেন্টদের বাড়িতে পুলিশি হানার অভিযোগ/ মানবজমিন, ২৯ জুলাই ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=128083&cat=37/

[১৪] গ্রেপ্তার আতঙ্ক তিন সিটিতেই/ মানবজমিন ২২ জুলাই ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=126922&cat=2/

[১৫] বরিশালে শেষ মুহূর্তে ধরপাকড়/ মানবজমিন, ২৯ জুলাই ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=128077&cat=37/

[১৬] পাঁচ মেয়রপ্রার্থীর নির্বাচন বর্জন; বরিশালে সব কেন্দ্র আ'লীগের দখলে/ নয়াদিগন্ত ৩১ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/337626/

[১৭] বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে যেভাবে ভোট হলো/ নয়াদিগন্ত ৩১ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/more-news/337616/

[১৮] রাজশাহীতে পোলিং এজেন্টকে মারধর অবরুদ্ধ ভোটকেন্দ্র/ নয়াদিগন্ত ৩১ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/337624/

ভোটার। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে পারেননি। অথচ কেন্দ্রের ভেতরে অনেকটা ফাঁকা ছিল।[১৯] ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩৭ নম্বর কেন্দ্রে ভোটারের চেয়ে বেশী ভোট পড়েছে অভিযোগ করে এবং জাল ভোট দেয়া ও মেয়র প্রার্থীর ব্যালট পেপার না থাকার প্রতিবাদে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল নিজের ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকেন।[২০] সিলেটও সরকার সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বেলা আনুমানিক পৌনে তিনটায় দরগা জালালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কিছু কর্মী জাল ভোট দিচ্ছিলেন। এই সময় প্রথম আলোর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মিজবাহ উদ্দিন এই জাল ভোট দেয়ার ছবি তুলছিলেন। তখন পুলিশ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা মিজবাহ উদ্দিনকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।[২১] এছাড়া বেলা আনুমানিক ১১.২০ মিঃ ডেইলি স্টারের প্রতিনিধি মাসুক হিরোদী ও দোহা চৌধুরীকে জামিয়া মদিনাতুল উলুম দারুসসালাম মাদ্রাসা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে লাঞ্ছিত করে তাঁদের কাছ থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয় এবং শাহজালাল জামিয়া ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসা কেন্দ্রে নয়াদিগন্তের ফটোসাংবাদিক আবদুল্লা আল বাপ্পিকে ছবি তোলার কারনে পুলিশ মারধর করে।[২২] সকালে শিবগঞ্জ বখতিয়ার বিবি স্কুল কেন্দ্র ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে জামায়াত মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা এতে বাধা দেয়। এই সময় ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক ও পুলিশ যৌথভাবে তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং পুলিশ শিবির নেতা আব্দুল মুক্তাদির ফাহাদের পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে।[২৩] তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়ম হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলেন, 'সব মিলিয়ে নির্বাচন ভালো হয়েছে। তারা সন্তুষ্ট'।[২৪]

৩০ জুলাই পৌনে ১১টায় বরিশালের সৈয়দা মজিদুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের কর্মীরা প্রকাশ্যে ব্যালটে সিল মারছে। ছবিঃ প্রথম আলো ৩১ জুলাই ২০১৮

[১৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২০] শেষ পর্যন্ত নিজের ভোটও দিলেন না বুলবুল/ নয়াদিগন্ত ৩১ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/337620/

[২১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২২] *AL, BCL men, cops attack journalists;* 4 injured in Sylhetr/ ডেইলি স্টার ৩১ জুলাই ২০১৮/ *https://www.thedailystar.net/sylhet-city-election-2018/3-journalists-assaulted-in-sylhet-city-corporation-scc-election-1613374*

[২৩] সিলেট সিটিতে ভোটের বদলে কেন্দ্র দখল ও গুলি/ নয়াদিগন্ত ৩১ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/337625/

[২৪] প্রথম আলো ৩১ জুলাই ২০১৮

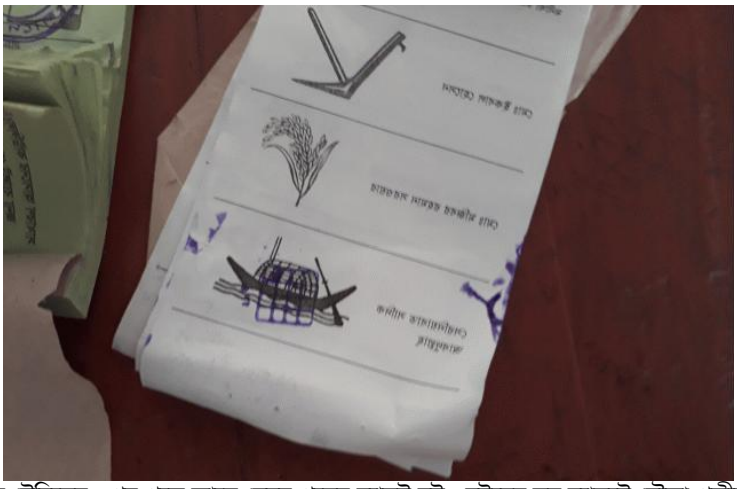

বরিশালের একটি ভোটকেন্দ্রের টেবিলের ওপর পড়ে আছে মেয়র পদের ব্যালট বই। বইয়ের সব ব্যালটে নৌকা প্রতীকের ওপর সিল মারা রয়েছে। ছবিঃ প্রথম আলো ৩১ জুলাই ২০১৮

বরিশালের সিটি কর্পোরেশনের একটি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে সিল মারা ব্যালট পেপার দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল সমর্থিত মেয়র প্রার্থী মনীষা চক্রবর্তী এবং তাঁর সমর্থকেরা। ছবিঃ নিউ এজ ৩১ জুলাই ২০১৮

নৌকা মার্কায় সিল দেয়া ব্যালট পেপার। ছবিঃ মানব জমিন ৩১ জুলাই ২০১৮

ভোট দিতে না পেরে রাজশাহী সিটির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের আটকোষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে ভোটাররা বিক্ষোভ করেন। ছবিঃ প্রথম আলো ৩১ জুলাই ২০১৮

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৬. জুলাই মাসেও বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ করার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিএনপি সারাদেশে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে গেলে পুলিশ তাদের অনুমতি না দেয়াসহ বহু জায়গায় তাদের বাধা দেয় এবং হামলা ও গ্রেফতার করে তা পণ্ড করে দেয়। পুলিশ যে কোন অজুহাতে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেছে। গত ১৪ জুলাই ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জিয়া পরিষদ আয়োজিত এক সভা পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়ে গেছে। বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সভায় উপস্থিত হলে পুলিশ তাঁকে ফেরত পাঠায়।[২৫] গত ২০ জুলাই সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় একটি মাঠে সভা করার সময় বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[২৬]

[২৫] পুলিশের বাধায় জিয়া পরিষদের সেমিনার পণ্ড/ ইত্তেফাক ১৫ জুলাই ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/second-edition/second-edition/2018/07/15/289071.html

[২৬] বিএনপি-জামায়াতের ১০ নেতাকর্মী আটক/ ইত্তেফাক ২২ জুলাই ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/country/2018/07/22/290447.html

৭. ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছিলেন। আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারন করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল কোটা সংস্কারের, বাতিলের নয়। গত ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এক সংবাদ সম্মেলন আহবান করেন, যা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক নূরুসহ কয়েকজনকে পিটিয়ে আহত করে।[২৭] ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তাঁকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বের করে দিলে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন।[২৮] এরপর কোটা সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খানসহ ১৩ জন নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে[২৯] এবং দফায় দফায় রিমান্ডে নিয়ে তাঁদের ওপর নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩০] রাশেদের মা সালেহা বেগম গত ১১ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলন করে রিমান্ডে রাশেদের ওপর পুলিশ নির্যাতন করেছে বলে জানান।[৩১] গত ২ জুলাই ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি পালন করতে গেলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সেখানে তাঁদের ওপর আক্রমন করে ঢাকার শহীদ মিনার থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক হাসানকে তারা পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে অজ্ঞাতস্থানে তুলে নিয়ে যায়। পরে শাহবাগ থানায় তাঁকে হস্তান্তর করে। এছাড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনে জড়িত ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়ন চালায়।[৩২] ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার এক শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর ওপর নিপীড়নের ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা করেন। নিপীড়নের পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাঁকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করলে তিনি ইয়াবা খান বলে পুলিশ তাঁর কাছ থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি নেয়ারও চেষ্টা করে বলে ঐ ছাত্রী অভিযোগ করেন।[৩৩] কোটা সংস্কারের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি হামজা রহমান এবং ছাত্রলীগ কর্মী ইশকাত হারুন, জাহিদ হাসান, মাসুদ রানা ও রনি ভৌমিক।[৩৪] এই সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলামকে

---

[২৭] ঢাবিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা/ বাংলা ট্রিবিউন ৩০ জুন ২০১৮/ www.banglatribune.com/others/news/338041-

[২৮] কেউ হাসপাতালে কেউ কারাগারে অনিশ্চয়তায় সবাই/ মানবজমিন ৬ জুলাই ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=124436&cat=2/

[২৯] কোটা সংস্কার আন্দোলন; রাশেদ গ্রেফতার, কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের হামলা মারধর/ যুগান্তর ২ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/65373/

[৩০] কোটা আন্দোলন নেতা রাশেদ খান আবারো রিমান্ডে/ নয়াদিগন্ত ৯ জুলাই ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/331289/

[৩১] 'মা আমাকে যেন আর না মারে'/ যুগান্তর ১২ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/national/69283

[৩২] কোটা আন্দোলনকারীদের ফের পেটালো ছাত্রলীগ/ মানবজমিন ৩ জুলাই ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=124043&cat=2/-

[৩৩] লাঞ্ছিত মরিয়ম বললেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার কাছে মনে হয়েছে জাহান্নাম/ নয়াদিগন্ত ৬ জুলাই ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/330619

[৩৪] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ছাত্রলীগের পাঁচজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ/ প্রথম আলো ১৬ জুলাই ২০১৮

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রামদা, লাঠি ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে।[৩৫] পরে গুরুতরভাবে আহত তরিকুলকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাঁকে কয়েকদিন পর হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।[৩৬] গত ৪ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল, খুলনা এবং নারায়ণগঞ্জে কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীরা হামলা চালালে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন।[৩৭] গত ৮ জুলাই কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়নবিরোধী প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে ছাত্রলীগ হামলা চালালে পাঁচ সাংবাদিকসহ ১৫ জন আহত হন।[৩৮] আন্দোলরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নিয়ে দুর্বৃত্তদের পক্ষে অবস্থান নেয়। উল্লেখ্য এসব দুবৃত্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি। এছাড়া সরকার সমর্থিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির[৩৯] নেতৃবৃন্দ আন্দোলরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব বর্তমান ও সাবেক শিক্ষক সোচ্চার আছেন তাঁদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের যুগ্ম আহবায়ক তরিকুল ইসলামকে ছাত্রলীগের কর্মীরা হাতুড়িপেটা করে। ছবিঃ ডেইলি স্টার ৩ জুলাই ২০১৮।

[৩৫] কেউ হাসপাতালে কেউ কারাগারে অনিশ্চয়তায় সবাই/ ৬ জুলাই মানবজমিন ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=124436&cat=2/

[৩৬] হাসপাতালের বেডে তরিকুলের আর্তনাদ লোমহর্ষক বর্ণনা/ মানবজমিন ৭ জুলাই ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=124572&cat=2/-

[৩৭] কোটা সংস্কার আন্দোলন; খুলনা রাবি ও বরিশালে হামলা : আহত ২০/ যুগান্তর ৫ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/66562/

[৩৮] জবিতে নিপীড়নবিরোধী বিক্ষোভে ছাত্রলীগের হামলা : আহত ১৫/ নয়াদিগন্ত ৯ জুলাই ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/331285/

[৩৯] সরকার সমর্থিত

কোটা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফারুককে পেটাচ্ছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। ছবিঃ ডেইলি স্টার ৩ জুলাই ২০১৮

ছাত্রলীগের কর্মীরা অন্যান্য প্রতিবাদকারীদের ওপরেও হামলা করে এবং তাঁদের ব্যানার ছিনিয়ে নেয়। ছবিঃ ডেইলি স্টার ৩ জুলাই ২০১৮

ঢাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা মিছিল বের করলে প্রধান ফটকের সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩ জুলাই ২০১৮

কোটা সংস্কারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। এক নারী বিক্ষোভকারীর ওপর হামলা।
ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩ জুলাই ২০১৮

৮. গত ২৯ জুলাই বিমানবন্দর সড়কে প্রতিযোগিতা করে দুই বাসের চালক গাড়ি চালালে বাস ফুটপাথে উঠে যায় এবং শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজের দুই শিক্ষার্থী নিহত এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার ব্যাপারে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের নেতা নৌমন্ত্রী শাজাহান খানকে প্রশ্ন করলে তিনি হেসে বিষয়টি উড়িয়ে দেন এবং সম্প্রতি ভারতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৩ জনের প্রানহানির সঙ্গে বাংলাদেশের ২ জন শিক্ষার্থীর নিহত হওয়ার ঘটনার তুলনা করেন। এরফলে নৌমন্ত্রী শাজাহান খানের পদত্যাগ এবং ঘাতক বাসচালকদের বিচার ও নিরাপদ সড়কসহ ৯ দফা দাবিতে গত ৩০ ও ৩১ জুলাই ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর ২০টি জায়গায় শিক্ষার্থীরা অবরোধ করেন। এই সময় মিরপুর ও উত্তরার বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে লাঠিচার্জ করলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন।[৪০] উল্লেখ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক ও লাইসেন্সবিহীন চালকদের কারণে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপক আকার ধারন করেছে এবং বহু মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছেন ও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতির যোগসূত্র রয়েছে। নৌমন্ত্রী শাজাহান খানসহ সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের নেতা ও পরিবহনের মালিক হওয়ায় দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাসচালকদের বিচারের সম্মুখিন করা হচ্ছে না। এছাড়া এই ধরনের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা গণপরিবহন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় সরকারি গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করার কোন চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। ফলে সরকারি গণপরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

[৪০] দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে ক্ষোভে উত্তাল ঢাকা; বাসে আগুন ভাংচুর লাঠিচার্জ/ যুগান্তর ১ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/75952/

দুইজন কলেজ শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিরপুর- ১৩ এ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১ আগস্ট ২০১৮

নিবর্তনমূলক আইন

৯. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৪১] মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্ট 'লাইক' দেয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা জুলাই মাসেও অব্যাহত ছিল। কোটা সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খানকে ফেসবুক লাইভে প্রধানমন্ত্রী সর্ম্পকে মানহানিকর বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে ৫৭ ধারায় গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে দুই দফায় দশ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ।[৪২] কোটা সংস্কারের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মাইদুল ইসলামকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হুমকি দেয় এবং তাঁকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হুমকির মুখে নিরাপত্তাজনিত কারণে মাইদুল ইসলাম ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর গত ২৩ জুলাই ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'কটুক্তি' করার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা ইফতেখার উদ্দিন চট্টগ্রামের

[৪১] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৪১] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৪২] 'এমন নৃশংসতা আগে কখনও দেখিনি'/ যুগান্তর ৯ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/67934/

হাটহাজারি থানায় মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।[৪৩] এদিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বাতিল করার সুপারিশ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছেন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা জব্বার।[৪৪] তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ঐ ধারাগুলো প্রস্তাবিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারাটি[৪৫] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে এই ধারা বাতিলের দাবি করেছেন নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকরা। কিন্তু এই দাবি এখনো আমলে নেয়নি সরকার।

১০. বিরোধীদলকে দমনের জন্য সরকার ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করছে। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর তখনকার সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ একটি অধ্যাদেশ দিয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬, ১৭ ও ১৮ ধারা বাতিল করলেও এখনও এই ধারায় বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। গত ২৫ মে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানায় নাশকতার উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠকের অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ (২) ও ২৫ (ঘ) ধারায় ৩৬ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ। এই মামলায় সাজেদুল আলম ও হাবিবুর রহমান নামের দুই অভিযুক্তের আগাম জামিন আবেদনের শুনানীর পর গত ২৩ জুলাই হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বিশেষ ক্ষমতা আইনের অস্তিত্বহীন ১৬ ধারায় নতুন করে মামলা না নিতে পুলিশের মহাপরিদর্শককে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬] উল্লেখ্য এই মামলায় গ্রেফতারকৃত দুই ব্যক্তি সালাউদ্দিন ও বশির এখনও পর্যন্ত কারাগারে বন্দি রয়েছেন।[৪৭]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

১১. দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার ফলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার কারণে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও হামলার ঘটনা ঘটছে। সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। এই কারণে অনেক সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিক সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে এবং বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ

[৪৩] সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এবার ৫৭ ধারায় মামলা/ প্রথম আলো, ২৫ জুলাই ২০১৮

[৪৪] ৩২ ধারা বহাল রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল সংসদে/ যুগান্তর ১০ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/36851/

[৪৫] গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ' সংক্রান্ত ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো ধরনের গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা সংরক্ষণে সহয়তা করেন তা হলে কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর এই অপরাধ যদি একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার করেন তাহলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

[৪৬] অস্তিত্বহীন ১৬ ধারায় মামলা নয়:হাইকোর্ট/ প্রথম আলো ২৪ জুলাই ২০১৮

[৪৭] Section 16(2) Of Special Powers Act: Scrapped yet used for arrest / দি ডেইলি স্টার, ২৪ জুলাই ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/frontpage/section-162-special-powers-act-scrapped-yet-used-arrest-1610176

পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। ২০১৭ সালের ১ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্নি ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে মন্তব্য করার অভিযোগে সরকার কর্তৃক বন্ধ হয়ে যাওয়া দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৬টি মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে একটি মানহানির মামলা দায়ের করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত তুষার। এই মামলায় গত ২২ জুলাই মাহমুদুর রহমান কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এমএম মোর্শেদের আদালতে হাজির হওয়ার পর তিনি দুপুর ১২টায় জামিন পান। এরপর আদালত থেকে বের হওয়ার সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আদালত এলাকা ঘেরাও করে তাঁকে আনুমানিক বিকেল ৪:৩০টা পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখে। এই অবস্থায় নিরাপত্তার জন্য মাহমুদুর রহমান আদালতের এজলাসে অবস্থান নেন এবং আদালতের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিনকে ডেকে পাঠালে তিনি এজলাসে হাজির হতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর কোর্ট ইন্সপেক্টর[৪৮] মাহমুদুর রহমানকে নিরাপদে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলে আদালতের বাইরে আগে থেকেই পুলিশের উদ্দ্যোগে এনে রাখা একটি গাড়িতে তুলে দেন। এই সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মাহমুদুর রহমানকে বহনকারী গাড়ি ভাঙচুর করে ও তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলা করে আদালত চত্বর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ওসি নাসির উদ্দিন পুলিশ ফোর্স নিয়ে হাজির হন। গুরুতর আহত মাহমুদুর রহমানকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেও ওসি নাসির উদ্দিন তাঁর কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি এবং ঢাকায় আসার উদ্দেশ্যে যশোর বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য তাঁকে এম্বুলেন্সের কোন ব্যবস্থাও করে দেননি। ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় মাহমুদুর রহমান একটি সাধারণ গাড়িতে যশোরে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বিমানে করে ঢাকায় ফেরেন এবং ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন।[৪৯] উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান এই সরকারের আমলে স্বাধীন মত ও সংবাদ প্রকাশের কারণে দুই মেয়াদে প্রায় পাঁচবছর কারাগারে বন্দি ছিলেন এবং রিমান্ডে নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার এবং সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সারাদেশে ১২৫টি মামলা দায়ের করেছে।

কুষ্টিয়া আদালত চত্বরে হামলায় রক্তাক্ত মাহমুদুর রহমান। ছবি: অধিকার

[৪৮] আদালতে সরকারের পক্ষে যে পুলিশ অফিসার কাজ করেন

[৪৯] কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের হামলায় রক্তাক্ত মাহমুদুর রহমান/ নয়াদিগন্ত ২৩ জুলাই ২০১৮ /http://www.dailynayadiganta.com/first-page/335271 / *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

কুষ্টিয়া আদালত চত্বরে ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলায় রক্তাক্ত মাহমুদুর রহমানকে গাড়িতে তোলা হয়।
ছবি: প্রথম আলো, ২৩ জুলাই ২০১৮

রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়ন

১২. ***অধিকার*** **এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৩ জন নিহত ও ২১৬ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ১৫টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২ জন নিহত ও ১৮৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

রাজনৈতিক সহিংসতা			
মাস	নিহত	আহত	সর্বমোট
জুলাই ২০১৮	৩	২১৬	২১৯

১৩. জনগণের কাছে কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দুবৃর্ত্তায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চরম আকার ধারণ করেছে। জুলাই মাসেও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বরাবরের মতোই ছিল দৃশ্যমান। বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে নির্বাচনগুলোতে ভোটকেন্দ্র দখল, বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, অপহরণ, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটানোরও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটাচ্ছে তারা। এইসব ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের আওতায় আনা হয়নি। গত ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সূর্যসেন হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী সিফাতউল্লাহ, মোহাম্মদ আল ইমরান ও মাহমুদুর রহমানের নেতৃত্বে ১০/১২ জন দুর্বৃত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী গাজী লিনা ও আসাদের ওপর হামলা করে তাঁদের মারধর করে।[৫০]

[৫০] দুই শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগের নির্যাতন;ফেসবুকে ছাত্রীর মর্মস্পর্শী বর্ণনা/ মানবজমিন ১৬ জুলাই ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=125895&cat=2/

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৪. এই বছরের ১৫ মে থেকে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে নির্বিচারে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। *অধিকার* এর তথ্যমতে ১৫ মে থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ২১১ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযান ছাড়াও জুলাই মাসে ২৩ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ					
মাস	র‍্যাব	পুলিশ	ডিবি পুলিশ	বিজিবি-র‍্যাব	মোট
জুলাই ২০১৮	২৬	৩০	৯	২	৬৭

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাদক বিরোধী অভিযানে নিহত					
মাস	অভিযুক্ত সংস্থা				সর্বমোট নিহত
	ডিবি পুলিশ	পুলিশ	বিজিবি-র‍্যাব	র‍্যাব	
১৫ মে থেকে ৩১ মে, ২০১৮	২	৯৪	০	৩৩	১২৯
জুন	৮	২৮	০	২	৩৮
জুলাই	৫	১৬	২	২১	৪৪
মোট	১৫	১৩৮	২	৫৬	২১১

১৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করা, তথাকথিত 'জঙ্গি' দমন, 'মাদকবিরোধী' অভিযানসহ বিভিন্ন অজুহাতে অথবা কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য অথবা টাকার বিনিময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। গত ২৭ মে চট্টগ্রামে এক আইনজীবীর সহকারী সমরকৃষ্ণ চৌধুরীকে বোয়ালখালী থানা পুলিশের এসআই আরিফুর রহমানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং সেখানে তাঁকে পেটানো হয়। ঐদিন রাত আনুমানিক ১.৩০ মিনিটে এসআই আতিকউল্লাহ ও এসআই আরিফুর রহমান সমরকৃষ্ণ চৌধুরীর চোখ বেঁধে একটি পুলিশ ভ্যানে করে চরনদ্বীপ ইউনিয়নে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ভ্যান থেকে নামিয়ে চোখের বাঁধন ও হ্যান্ডক্যাফ খুলে দিয়ে দৌড়াতে বলে। তাঁকে 'ক্রসফায়ারে'র নামে হত্যা করা হবে ভেবে তিনি দৌড় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই সময় এসআই আরিফুর রহমানের কাছে একটি ফোন আসলে পুলিশ তাঁকে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে অভিযান চালায়। এরপর সমরকৃষ্ণ চৌধুরীকে ইয়াবা এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পুলিশ জোরপূর্বক ছবি তোলে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।[৫১] এই ঘটনাটি তিনি ১৬ জুলাই সংবাদ মাধ্যমকে জানান। অন্যদিকে মাদক বিরোধী অভিযানের নামে বিরোধীদল বিএনপির নেতাকর্মীদের বিচারবহির্ভূতবাবে হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৪ জুলাই নারায়ণগঞ্জ জেলার

[৫১] 'They asked me to run'/ ডেইলি স্টার ২০ জুলাই ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/backpage/they-asked-me-run-1608313

সোনারগাঁও এর বিএনপি কর্মী আলমগীর হোসেন বাদশা র‍্যাবের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। র‍্যাবের দাবি মাদক বিরোধী অভিযানের সময় র‍্যাবের ওপর হামলার পর পাল্টা হামলায় সে নিহত হয়েছে। আলমগীর বাদশার স্ত্রী সুরাইয়া বেগম জানান, তাঁর স্বামী মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন। গত ২৩ জুলাই র‍্যাব বাদশাকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর কোন খোঁজ পায়নি তাঁর পরিবার।[৫২]

গুম

১৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পাশাপশি গুমের ঘটনাও অব্যাহত আছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আসন্ন একাদশতম জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মূলতঃ বিরোধীদলের নেতাকর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীরা এর শিকার হতে পারেন বলে আশংকা করা হচ্ছে।[৫৩] ভিকটিম পরিবারগুলোর দাবি ও বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে। বর্তমানে গুমের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপন করা কঠিন হয়ে পড়েছে কারণ গুমের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা ঘটার পর স্বজনদের ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন ধরনের চাপ থাকায় তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। গত ১৭ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের বলেন, "গুমের যে ঘটনাগুলো বলা হচ্ছে আসলে তা গুম না। আমরা তাদের ধরে সামনে আনছি, দেখা গেছে তারা হয় প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, নয়তো ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে নিজেরাই গুম হয়েছিলেন"।[৫৪] গত ১২ জুলাই ভোর রাতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতা এপিএম সুহেলকে ঢাকার চামেলিবাগের একটি বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে কিছু লোক তুলে নিয়ে যায়। সুহেলের স্বজনরা এই ব্যাপারে খোঁজ করলে পুলিশ জানায় এই নামে কাউকে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করেনি। কিন্তু এই দিন সন্ধ্যায় পুলিশ সুহেলের গ্রেফতারের বিষয়টি স্বীকার করে।[৫৫] সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার সুমন আহমদ ও রাসেল আহমদ নামে দুই জন বিএনপি কর্মী ২০ জুলাই বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হকের প্রচারে অংশ নেন। ২১ জুলাই রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় পুলিশসহ সাদা পোশাকের বেশ কয়েকজন এসে বাসা থেকে তাঁদের তুলে নিয়ে যায়। সুমন ও রাসেলের স্বজনরা রাতে সুরমা থানা হাজতে তাঁদের দেখতে পান এবং থানার কর্মকর্তরা তাঁদের সকালে আসতে বলেন। কিন্তু সকালে থানায় গেলে তাঁদেরকে বলা হয় এই নামের কাউকে আটক করা হয়নি। পরে পুলিশ সুমন আহমদ ও রাসেল আহমদকে ওসমানী নগর থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠায়।[৫৬]

---

[৫২] সোনারগাঁওয়ে 'বন্দুকযুদ্ধে' ছাত্রদল নেতা নিহত/ নয়াদিগন্ত ২৫ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/335909/

[৫৩] HRC36 Oral Statement on Enforced Disappearances in Bangladesh, https://www.forum-asia.org/?p=24796

[৫৪] খালেদা জিয়া অসুস্থ নন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী/ নয়াদিগন্ত ১৮ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/333810/

[৫৫] কোটা সংস্কার আন্দোলন; আরেক নেতা গ্রেপ্তার মোট সংখ্যা ১৩/ প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৮

[৫৬] সিলেট সিটি নির্বাচন; আবার সড়কে অবস্থান আরিফুল হকের/ প্রথম আলো, ২২ জুলাই ২০১৮

কারাগার পরিস্থিতি

১৭. কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন জুলাই মাসেও অব্যাহত ছিল। *অধিকার* এর তথ্য মতে জুলাই মাসে ৭ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী বন্দি থাকা এবং বন্দিদের প্রতি নানা ধরনের অমানবিক আচরনের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান সরকারের সময় বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার জন্য গ্রেফতার অভিযান চালানোর ফলে অতিরিক্ত বন্দির কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং কারাবন্দিরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।[৫৭] এছাড়া কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। কিশোরগঞ্জ কারাগারে ধারণ ক্ষমতার পাঁচগুন বেশি বন্দি[৫৮] থাকায় প্রচণ্ড গরমের কারণে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত ১৯ জুলাই রাত আনুমানিক ১১ টায় শামীম হোসেন (৪০) নামে এক বিচারাধীন বন্দি মারা যান বলে অভিযোগ রয়েছে।[৫৯]

১৮. পুরারো ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে (বর্তমানে পরিত্যক্ত) আটক বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া[৬০](৭৩) গুরুতর অসুস্থ বলে তাঁর দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এবং এজন্য অবিলম্বে তাঁকে ঢাকার বেসরকারী ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করতে চিকিৎসকরা কারা কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার সুপারিশ করলেও সরকার তাঁকে সেখানে পাঠায়নি।[৬১] অথচ অতীতে তিনি ওই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসা নিয়েছেন। গত ১৪ জুলাই খালেদা জিয়ার বড় বোন সেলিমা ইসলামসহ পরিবারের ৫ সদস্য সরকারের অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে না পেরে ফিরে যান। সেলিমা ইসলাম জানান খালেদা জিয়া অসুস্থ জেনে তাঁরা দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কারাকর্তৃপক্ষ তাঁদের ওপরে যেতে দেননি।[৬২] গত ২১ জুলাই দুইজন আইনজীবীসহ খালেদা জিয়ার পরিবারের সাতজন সদস্য কারাগারে তাঁর সাথে দেখা করে জানান যে, খালেদা জিয়ার শারিরীক অবস্থা খারাপ। হাঁটাচলা করতে তাঁর কষ্ট হয়।[৬৩] এর আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এমন সূত্রগুলো জানাচ্ছে, খালেদা জিয়ার 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয়েছে বলে তাঁরা ধারণা করছেন,[৬৪] এছাড়া তাঁর ওজন কমে গেছে, বাম হাত ওপরে তুলতে পারছেন না এবং ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না। তিনি চোখের সমস্যায়ও ভুগছেন বলে জানা গেছে।[৬৫] উল্লেখ্য ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে

---

[৫৭] Jails overflowing with inmates / দি ডেইলি স্টার ১ জুলাই ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/city/jails-overflowing-inmates-1598005

[৫৮] কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারের বন্দির ধারণক্ষমতা ২৪৫ জন। কিন্তু এই সময় হাজতী ও কয়েদী মিলে কারাগারে বন্দি ছিল ১ হাজার ৩১৮ জন।/ কিশোরগঞ্জ কারাগারে পিতৃহন্তারক পুত্রের হিটস্ট্রোকে মৃত্যু/ মানবজমিন ২১ জুলাই ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=126647&cat=9/

[৫৯] কিশোরগঞ্জ কারাগারে পিতৃহন্তারক পুত্রের হিটস্ট্রোকে মৃত্যু/ মানবজমিন ২১ জুলাই ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=126647&cat=9/

[৬০] খালেদা জিয়া বাংলাদেশে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, যিনি তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

[৬১] ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের ধারণা, 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয়েছে খালেদা জিয়ার, অবিলম্বে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ/ যুগান্তর ১০ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/58265/

[৬২] খালেদা জিয়ার জ্বর শরীরে ব্যথা; কারাগারে দেখা করতে গিয়ে ফিরে আসা স্বজনদের দাবি/ ইত্তেফাক ১৫ জুলাই ২০১৮

[৬৩] খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খারাপ/ নয়াদিগন্ত ২২ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/335007/

[৬৪] ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের ধারণা, 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয়েছে খালেদা জিয়ার, অবিলম্বে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ/ যুগান্তর ১০ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/58265/

[৬৫] জীর্ণশীর্ণ খালেদা জিয়া/ নয়াদিগন্ত ১২ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/politics/324980/

বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হওয়া বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা অসুস্থ থাকাবস্থায় বেসরকারী হাসপাতাল স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।[৬৬]

গণপিটুনি

১৯. ২০১৮ সালের জুলাই মাসে গণপিটুনিতে ৪ নিহত হয়েছেন। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে দেশে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে।

'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

২০. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবর্তমানে দমন নিপীড়নের সুযোগে দেশে 'চরমপন্থীদের' আবির্ভাব দেখা গেছে। ২০১৬ সালের ১ জুলাই রাতে ঢাকার গুলশানে হোলি আর্টিজেন বেকারী নামে একটি রেষ্টুরেন্টে হামলা করে চরমপন্থীরা ভেতরে থাকা সবাইকে জিম্মি করার পর গুলি করে এবং কুপিয়ে ১৭ জন বিদেশী ও ৩ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে। এই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২১ জনকে শনাক্ত করে অভিযোগপত্র গত ২৩ জুলাই আদালতে দাখিল করে তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসিইউ)। জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে জীবিত থাকা আটজনকে আসামী করা হয়েছে। বাকি ১৩ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়েছে। দুই বছর ধরে কারাগারে থাকা হাসনাত করিমের এই ঘটনায় কোনো সম্পৃক্ততা পায়নি পুলিশ।[৬৭] জাতিসংঘের ওর্য়াকিং গ্রুপ অন আর্বিটারি ডিটেনশন ২০১৭ সালের ১৬ মার্চ হাসনাত করিমকে বিধিবর্হির্ভূতভাবে আটকের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের নজরে আনে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, হাসনাত করিমকে ২০১৬ সালের ২ জুলাই আটক করা হলেও তাঁকে ২০১৬ সালের ৪ অগাস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখানো হয়। হাসনাত করিমের পরিবার বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছে যে, তাঁকে আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয় নাই এবং তাঁর চিকিৎসার বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়েছে।[৬৮] এছাড়া হোলি আর্টিজেন বেকারীর পাচকের সহকারী জাকির হোসেন শাওনের বিরুদ্ধেও ওই ঘটনায় জড়িত থাকার কোন প্রমান পায়নি সিটিটিসিইউ।[৬৯] ২০১৬ সালের ৮ জুলাই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে আটক থাকা অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান শাওন। হাসপাতাল ও মর্গের সূত্রে জানা যায় তাঁর শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল।[৭০]

---

[৬৬] Bangladesh hospital releases detained ex-PM Hasina/ রয়টার্স ২৭ এপ্রিল ২০০৭/ https://www.reuters.com/article/idINIndia-33256120080427

[৬৭] আট জঙ্গিকে আসামি করে অভিযোগপত্র/ প্রথম আলো ২৪ জুলাই ২০১৮

[৬৮] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23003

[৬৯] আট জঙ্গিকে আসামি করে অভিযোগপত্র/ প্রথম আলো ২৪ জুলাই ২০১৮

[৭০] No Qaeda, IS links found; Charges pressed against 8 in Holey Artisan attack case/ দি ডেইলি স্টার ২৪ জুলাই ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/frontpage/no-qaeda-links-found-1610170

দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার

২১. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে দেশে যে চরম দুঃশাসন চলছে, তার ফলে দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংক এবং কয়লা খনিসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। পণ্য আমদানির নামে দেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল অঙ্কের টাকা বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকে এলসি (ঋণপত্র) খুলে নিয়মমতো পণ্যের দেনা শোধ করা হলেও পণ্য আসছে না। অনেক সময় পণ্য এলেও কনটেইনারে নির্ধারিত পণ্যের বদলে পাওয়া যাচ্ছে পরিত্যক্ত ও কম দামি পণ্য। পণ্য না আসায় বা ঘোষিত পণ্যের বদলে ভিন্ন পণ্য আসায় ব্যাংকের টাকা আদায় হচ্ছে না। এভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। এছাড়া এলসির বিপরীতে ভূয়া বিল অফ এন্ট্রি ব্যাংকে জমা দিয়ে পণ্য দেশে আনার প্রমাণ দেখাচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান। বাস্তবে পণ্য দেশে আসেনি। আবার অনেকেই বিল অফ এন্ট্রি জমাই দেয়নি। এভাবে পণ্য আমদানির নামে বিদেশে টাকা পাচার করার অভিযোগ রয়েছে সরকারের উচ্চমহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। পণ্য আমদানির নামে টাকা পাচার বহুদিন ধরে চললেও দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর কোন ভূমিকাই রাখেনি বলে অভিযোগ রয়েছে।[৭১]

শ্রমিকদের অধিকার

২২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত ১০ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যেয়ে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের হাতে আহত হয়েছেন। তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। জুলাই মাসেও শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। গত ১ জুলাই নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে টিএন্ডটি ফ্যাশন নামে একটি পোশাক তৈরী কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও বিনা নোটিশে বন্ধ করা কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে ঢাকা-সিলেট সড়ক অবরোধ করো বিক্ষোভ করেন।[৭২] বাংলাদেশে শ্রমিকের মৌলিক অধিকার মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে জানিয়ে এই বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে তদন্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনসহ (আইটিইউসি)[৭৩]একাধিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যনীতির আওতায় এতদিনেও তদন্ত না করায় ইউরোপীয় কমিশনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ন্যায়পালের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, জিএসপি সুবিধা দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট দেশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে। জিএসপি সুবিধাপ্রাপ্ত দেশকে অবশ্যই তাদের সুনির্দিষ্ট শ্রমমান

[৭১] আমদানির নামে বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার/ যুগান্তর ১৯ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/71443/

[৭২] রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ/ মানবজমিন ২ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/65555/

[৭৩] আইটিটিইউসি কয়েকটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের একটি জোট।

রক্ষা ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। বাংলাদেশে শ্রমিকের মৌলিক অধিকার মারাত্মক ও পদ্ধতিগতভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে। লাখ লাখ শ্রমিকের অবস্থা এখন নিরাপদ নয়। এছাড়া শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠন করার ক্ষেত্রে (ট্রেড ইউনিয়ন) বিদ্যমান শ্রম আইন বড় বাধা তৈরি করে রেখেছে। এ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারখানা কর্তৃপক্ষের বিষয়ে শ্রমিকদের অভিযোগ থাকলেও তা নিয়মিত উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং দর কষাকষির বিষয়ে শ্রমিকদের আইনি ক্ষমতা না থাকায় তাঁরা দরিদ্র হচ্ছেন।[৭৪] এছাড়া এই মাসে ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করার সময় ৪ জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত ও আরও ৯ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

২৩.গত ২১ জুলাই ৪৩ জন অভিবাসী নারী গৃহশ্রমিক সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন। তাঁরা তাঁদের ওপর ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের কথা জানিয়েছেন। যেমন এক নারী গৃহকর্মী সেখানে ধর্ষিতা হয়ে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে দেশে ফিরেছেন। তিনি পরিবারের কাছে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারন হিসেবে তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। অন্য একজন নারী শ্রমিক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তাঁর পরিবারের ঠিকানা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না। তিনি বারবার বলছিলেন, তাঁর কোমরে ইনজেকশন দেয়া হতো। আরেক নারী শ্রমিক বলেন, তাঁকে খাবার দেয়া হতো না এবং মারধর করা হতো। চলতি বছরের শুরু থেকে এই পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে ১৪০০ জন নারী শ্রমিক সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন। কোন রকম নিরাপত্তা ও তদারকির ব্যবস্থা না রেখে নারী গৃহশ্রমিকদের সৌদি আরবে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাঁদের ওপর চলমান সহিংসতার দায় সরকার কোনভাবেই এড়াতে পারে না।[৭৫] গত ৩১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ সৌদি আররসহ অন্যান্য দেশে শারীরিক-মানসিক এবং যৌন নিপীড়নের শিকার বাংলাদেশের শ্রমিকদের তালিকাসহ পূনাঙ্গ রির্পোট জমা দেয়ার জন সরকারেরর্য প্রতি রুল জারি করেছে।[৭৬]

ভারত সরকারের আগ্রাসন

২৪. বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকার চরমভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে জনগণের ভোট ছাড়াই আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসে। এরপর থেকে ব্যাপকভাবে ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক[৭৭], অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে লাভবান হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারত সরকারের বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা এবং বাংলাদেশের প্রধান দুই

[৭৪] গার্মেন্টসের শ্রম অধিকার ইস্যুতে তদন্ত চায় আন্তর্জাতিক সংগঠন/ ইত্তেফাক ৫ জুলাই ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2018/07/05/287086.html

[৭৫] তাঁদের মুখে নির্যাতনের বর্ণনা/ প্রথম আলো ২৩ জুলাই ২০১৮

[৭৬] HC seeks list of physically, sexually harassed expatriate workers/ নিউএজ ১ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/47332/hc-seeks-list-of-physically-sexually-harassed-expatriate-workers

[৭৭] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত একটি অকার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

রাজনৈতিক দলের[৭৮] উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের ঘনঘন ভারত সফর করে ভারতের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠিকে তাদের নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করতে দেখা গেছে। অথচ বাংলাদেশের জনগণ একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সেসব দেশের রাজনৈতিক দল ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে ভারত সরকার তার আগ্রাসী হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের কারণে বাংলাদেশে তাদের আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ভারতের জন্য চতুর্থ রেমিটেন্স আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যা ২০১৪ সাল থেকে বেড়েই চলেছে। যেখানে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে রেমিটেন্স গেছে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০১৭ সালে রেমিটেন্স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ বিলিয়ন ডলার।[৭৯] দেশে অনেক শিক্ষিত যুবক বেকার থাকলেও বহু সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উচ্চপদে চাকরি করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক হিসেব অনুযায়ী, ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাঁচ লাখ ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তারা অনেকে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন এনজিও, গার্মেন্টস ব্যবসা, টেক্সটাইল ও তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত হচ্ছে এবং হুন্ডির মাধ্যমে ভারতে টাকা পাঠাচ্ছে।[৮০] এদিকে গত ৩০ জুলাই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসাম জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরনের তালিকা প্রকাশ করেছে আসাম ন্যাশনাল রেজ্রিট্রেশন অফ সিটিজেন (এনআরসি)। এই তালিকায় প্রায় ৪০ লক্ষ অধিবাসীর নাম নাই। এই সব মানুষদের অধিকাংশই বাংলাভাষাভাষী মুসলিম এবং তাঁরা এখন নাগরিকত্ব হারানোর শংকায় আছেন। মিয়ামারে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, আসামের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে পারে বলে মনে করেন মানবাধিকার কর্মীরা ।[৮১] এদিকে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্য বিধানসভার সদস্য বিজেপি নেতা রাজা সিং বলেন ' বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গারা ভারতের জন্য বিপজ্জনক । তারা যদি স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ না করে, তাদের গুলি করা উচিত'। [৮২] *অধিকার* আশংকা প্রকাশ করছে যে, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করতে পারে ভারত সরকার ।

২৫.ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানামুখী তৎপরতার পাশাপশি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। গত ২১ জুলাই রাতে ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার কাঁঠালডাঙ্গী সীমান্তে নারগাঁও বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যদের গুলিতে আলী হোসেন (১৫) নামে একজন বাংলাদেশী স্কুলছাত্র নিহত হন।[৮৩]

---

[৭৮] আওয়ামী লীগ ও বিএনপি

[৭৯] Bangladesh becomes 4th largest remittance source for India/ ডেইলি ইনডার্সট্রিউন ২ জুলাই ২০১৮/ http://www.dailyindustry.news/bangladesh-becomes-4th-largest-remittance-source-india/

[৮০] চাকরিতে উচ্চপদগুলো ভারতীয়দের দখলে, বাংলাদেশি যুবকরা বেকার!/ যুগান্তর ৩ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/national/66051/

[৮১] নাগরিকত্ব হারানো শঙ্কায় আসামের ৪০ লাখ মানুষ/ প্রথম আলো ৩১ জুলাই ২০১৮

[৮২] 'বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের গুলি করা উচিত'/ প্রথম আলো ১ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.prothomalo.com/international/article/1544426/

[৮৩] ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে স্কুলছাত্র নিহত/ যুগান্তর ২২ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/72628/

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

২৬.মিয়ানমারের রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নৃশংসতার বিষয়ে গত ১৯ জুলাই ২০১৮ প্রকাশিত ১৬০ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদনে ফোর্টিফাই রাইটস জানায়, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ২০১৭ এর ২৫ অগাস্ট পুলিশের ওপর 'চরমপন্থিদের' হামলার কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস আগে থেকেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার জন্য 'ব্যাপক ও সুসংগঠিত প্রস্তুতি' নিয়ে রেখেছিল। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধগুলো গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে গণ্য করার যথেষ্ট "যুক্তিসঙ্গত কারণ" রয়েছে। উত্তর রাখাইন রাজ্যে হামলায় কমপক্ষে ১১,০০০ সৈন্যসহ ২৭টি আর্মি ব্যাটালিয়ন এবং ৯০০ পুলিশ সদস্যসহ ৩টি পুলিশ ব্যাটালিয়ন অংশ নেয়। ফোর্টিফাই রাইটস ২২ জন মিয়ানমার সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করেছে যাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ রয়েছে এবং এই ঘটনার ফৌজদারি তদন্তের দাবি জানিয়েছে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ গণহত্যা করার উদ্দেশে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল যা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৪] জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ সন্তোষজনক নয়। নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের অধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে আরো জোরালো ভুমিকা পালন করতে হবে। যদিও রোহিঙ্গার সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনেকেই দ্বিধাবিভক্ত।[৮৫]

নারীর প্রতি সহিংসতা

২৭. জুলাই মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক।[৮৬] গণপরিবহনগুলোতেও নারীরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন অথচ এর কোন প্রতিকার নেই।

এছাড়া বাল্য বিয়ে সহায়ক ১৯ ধারাটি এখনও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'তে সংযুক্ত আছে। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিশেষত: মেয়ে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিয়েছে আইনের এই বিশেষ ১৯ ধারা। বাংলাদেশের মত ভয়াবহ বাল্যবিবাহ প্রবণ দেশে যেখানে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ থাকা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ রোধ করা যায়নি; সেখানে এই আইনটিতে ২০১৭ সালে সংযোজিত এই বিশেষ ধারাটির সুযোগে বাল্য বিবাহের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।[৮৭]

---

[84] Myanmar: International Accountability Needed for Military-Planned Genocide Against Rohingya / Fortify Rights July 19, 2018 / http://www.fortifyrights.org/publication-20180719.html/

[85] জাতিসংঘ মহাসচিব ও বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন/ ভয়েস অব আমেরিকা ২২ জুলাই ২০১৮/ https://www.voabangla.com/a/un-wb-2july18/4463789.html

[৮৬] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

[৮৭] বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাস: বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিয়েও ১৮ বছরের আগে/ যুগান্তর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

২৮.জুলাই মাসে মোট ১১ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আত্মহত্যা, ২ জন আহত, ১ জন লাঞ্ছিত ও ৭ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

২৯.জুলাই মাসে ১০ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৬ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ৪ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৩০.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে মোট ৫২ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৬ জন নারী ও ৩৬ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১৬ জন নারীর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৬ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ৬ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩১.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২ জন মহিলা, ২ জন পুরুষ ও ১ জন মেয়ে শিশু।

৩২.বাংলাদেশে নারীদের সুরক্ষার জন্য অনেক আইন থাকলেও সেগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই বললেই চলে। এছাড়া পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দূর করার জন্য সামগ্রিক সচেতনতামুলক কার্যক্রমেরও অভাব রয়েছে।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৩৩. সরকার *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য চার বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি[৮৮] অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার কর্মী যাঁরা বর্তমানে নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা বিভিন্নভাবে হয়রানির[৮৯] সম্মুখিন হচ্ছেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও *অধিকার* প্রতি মাসে মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

[৮৮] ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে ৫ মে শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামের সমাবেশে হামলা চালিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যদের পরিচয়ে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়, যাঁরা এখন জামিনে আছেন। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৮৮] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পূর্ণগঠন করতে হবে ।

২. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়রানি ও গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা যা হয়রানীমূলক, তা তুলে নিতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে।

৩. কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর সরকারীদলের ছাত্র সংগঠনের দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৪. সরকারকে রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৬. সরকারকে মাদক বিরোধী অভিযানের নামেসহ যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৮. জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ'র ওয়ার্কিং গ্রুপের ৩০তম সেশনে ৩য় দফায় বাংলাদেশের ইউপিআর পর্যালোচনায় সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সকল সুপারিশ অবিলম্বে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

১০. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাঁদের কাজের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাঁদের কাজের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে। নারী শ্রমিকদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে অভিবাসনে পাঠানো যাবে না। অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিক্টিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৫. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৬. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।